অসিত সেন পরিচালিত ইউনাইটেড ফিল্মসের
চলাচল
কালিকা ফিল্মস পরিবেশিত

সুপ্রিয়া চৌধুরী ● সৌমিত্র চ্যাটার্জ্জী
দিলীপ মুখার্জ্জী অভিনীত
বিমল মল্লিক প্রযোজিত
ইউনাইটেড
ফিল্মসের

স্বয়ম্বরা

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **অসিতকুমার সেন**

সঙ্গীত পরিচালনা : **রবিশঙ্কর** ● কাহিনী ও চিত্রনাট্য : **সন্তোষকুমার ঘোষ**

আলোকচিত্র পরিচালনা : অনিল গুপ্ত। রূপসজ্জা : শৈলেন গাঙ্গুলী, নৃপেন চ্যাটার্জ্জী। চিত্রগ্রহণ : জ্যোতি লাহা। সাজ সজ্জা : বৈজরাম শর্ম্মা। সম্পাদনা : তরুণ দত্ত। পটশিল্পী : বলরাম চট্টোপাধ্যায়, নবকুমার কয়াল। শিল্প-উপদেষ্টা : প্রীতিময় সেন, (এ্যাঃ)। প্রচারচিত্র : তারা দাস, অজয় বিশ্বাস। শিল্পনির্দ্দেশক : বিজয় বসু। স্থিরচিত্র : ক্যাপস। শব্দগ্রহণ : বাণী দত্ত। বহির্দৃশ্য : মৃণাল গুহঠাকুরতা, ভূপেন ঘোষ, সুজিত সরকার। সঙ্গীত গ্রহণ : শ্যামসুন্দর ঘোষ। পরিচয়পত্র : দিগেন ষ্টুডিও, প্রধান-কর্মসচিব : সুখময় সেন। ব্যবস্থাপনা : প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়, গোপাল খান। গীতিরচনা : শ্যামল গুপ্ত। নেপথ্য-কণ্ঠ : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, লক্ষ্মীশঙ্কর।

● রূপায়ণে ●

ছবি বিশ্বাস : পাহাড়ী সান্যাল : বিকাশ রায় : ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় : শ্যামলাহা তুলসী চক্রবর্ত্তী : বিজয় চ্যাটার্জী : দুর্গাদাস মুখার্জ্জী : প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় মৃণাল ঘোষ : অনাদি দাস : উজ্জ্বলকুমার : পার্থপ্রতীম ও সমর কুমার ছায়াদেবী : সীতা মুখার্জ্জী : গীতা দে : সাধনা রায় চৌধুরী : ছন্দা দেবী শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায় : মানসী বন্দ্যোপাধ্যায় : নন্দিতা ভট্টাচার্য : গৌরী মিত্র জয়শ্রী চক্রবর্ত্তী : মীরা চক্রবর্ত্তী : অঞ্জলি রায় : মাধুরী চক্রবর্ত্তী : মঞ্জু ব্রহ্মচারী মধুছন্দা : বেবী : রমা ও আরতি দাস : কবিতা রায় : মাষ্টার রতন : মমতা ব্যানার্জী।

● সহকারীবৃন্দ ●

পরিচালনায় : অমিত সরকার, পার্থপ্রতীম চৌধুরী, অজয় বিশ্বাস। চিত্রগ্রহণ : কেষ্ট মণ্ডল। শব্দগ্রহণ : ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়। বুমম্যান : পাঁচু মণ্ডল। সম্পাদনায় : প্রশান্ত দে। শিল্পনির্দেশনায় : সুজিত দাস, সতীশ মুখোপাধ্যায়। ব্যবস্থাপনা : সুনীল ব্যানার্জী, রাম মণ্ডল। আলোক সম্পাত : হরেন গাঙ্গুলী : সুধীর : ননী : মারু : দুঃখী অভিমন্যু : সুদর্শন : অবনী : সন্তোষ।

● কৃতজ্ঞতা স্বীকার ●

অমল কুমার বসু এম.এস.সি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুপার টয়লেট ও কেমিক্যাল কোঃ প্রাঃ লিঃ বিজয় চট্টোপাধ্যায়, ভবানী বালিকা বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রীবৃন্দ। পান্নালাল মুখোঃ কে. এল. দত্ত। গুরুপুর নার্শারী। ত্রিপুরা মল্লিক। মৈত্র পোলট্রী ফার্ম। বিমলেন্দু ভৌমিক।

ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে আর. সি. এ. শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও ফিল্ম সার্ভিসেস ল্যাবরেটরীতে বিজন রায়ের তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত ও ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ ওয়েষ্ট্রেক্স শব্দযন্ত্রে শ্যামসুন্দর ঘোষ কর্তৃক শব্দপুনঃযোজিত।

প্রচার : ফণীন্দ্র পাল। প্রচার-চিত্রাঙ্কণ : পূর্ণজ্যোতি, সমর গাঙ্গুলী, সুশীল বন্দ্যোঃ জে. এল. কে, গণেশ দাস, রঙ ও তুলি।

একমাত্র পরিবেশক : **কালিকা ফিল্মস্ প্রাইভেট লিঃ**

25.5.61
Thursday

কাহিনী

যুদ্ধোত্তর বাংলা দেশের একটি সংসার। মহানগরীরই কোন একটি অঞ্চলে যার কোণঠাসা, কুণ্ঠিত অস্তিত্ব। এই সংসারেরই মেয়ে লীলা। এ-মেয়েকে আপনি চেনেন। ট্রামে-বাসে, কখনো বা ফুটপাতে ত্রস্ত-ব্যস্ত পায় ওকে আপনি যেতে দেখেছেন। সকাল বেলায় তার ঘর থেকে বেরোনো, সন্ধ্যায় ফেরা; মাসের শেষে বিষণ্ণ মায়ের প্রসারিত হাতে উপার্জনের টাকা ক'টি তুলে দেওয়া।

না, সংসারতরীকে কোনক্রমে সচল রাখতে লীলা নামে এই যে-মেয়েটি তার পিতাকে সাহায্য করছে, তাকে আপনি সত্যি সত্যি চেনেন না, জানেন না। জানেন শুধু বিদ্যালয়-শিক্ষয়ত্রী লীলার বাইরের শ্রান্ত, ঈষৎরুক্ষ রূপ। তাই তাকে বুঝি মনে মনে কেবল মাত্র একটি বিত্তহীনা, সংগ্রামী মেয়ে হিসাবে চিহ্নিত করে রেখেছেন।

অন্তরে লীলা রাজনন্দিনী। রাজকুমারীর মতো অতুলন রূপ নাই-বা তার থাকল; না-ই বা থাকল তাদের ঘরে হীরামুক্তামাণিক্যে-র ঘটা! তবু কি সে ভাবত না,

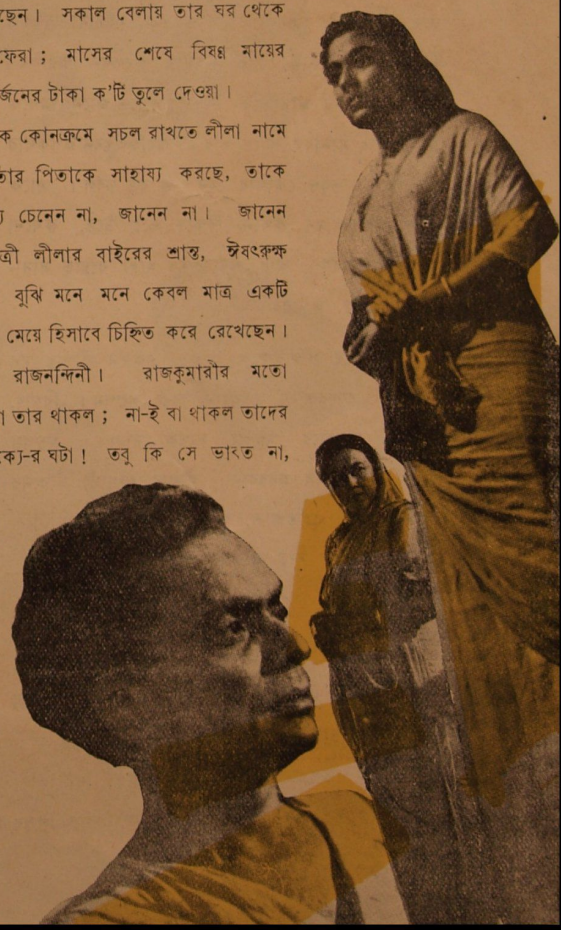

কোন-না-কোন দিন রাজার দুলাল চলে যাবে তার ঘরের সমুখ-পথে? না চলেও যাবে না। এসে তার হৃদয় দুয়ারেও করাঘাত করবে? অন্তরকে লীলা একরকম ঘুম পাড়িয়েই রেখেছিল। তবু সে জাগল, তাকে জাগতে হল। লীলা তার রাজপুত্রকে চিনল। সে-ও এক সংগ্রামী যুবক। বিধবা মায়ের ছেলে, তাঁর একমাত্র অবলম্বন স্মরজিৎ। স্মরজিৎ জীবনের আঘাতকে উপেক্ষা করতে জানে, দুঃখকে জয় করবার মনোবল আছে তার। স্মরজিৎ যেন রূপকথার বীর পুরুষ; তবুও কোথায় যেন সে বড় দুর্বল। তাকে দেখে লীলার মন কখনো বিস্ময়ে ভরে উঠে, কখনো মায়া হয়। লীলা আর স্মরজিতের মধ্যে রয়েছে সাম্য-বোধের স্বস্তি, অন্তরের মিল।

স্মরজিতের সঙ্গে সঙ্গে আরও একজন লীলার মন ছুঁয়েছে। সুন্দরকান্তি, বিত্তবান যুবক অনুপম। বিদ্যায়, বৈভবে, ব্যবহারে অনুপম সার্থক নামা। অনুপম উদারচিত্ত, অনুপম হৃদয়বান। লীলার আগামী জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিশ্রুতি, অনুপমের প্রেমেও কোন ফাঁকি নেই। তবে কি সে-ই তার রাজপুত্র?

হাঁ সে-ও।

কিন্তু লীলা নিজে কী চায়? শুধু স্বাচ্ছন্দ্য আর সুন্দর ব্যবহার? মসৃণতার আশ্বাসের মধ্যে একটি অনুকম্পার কাঁটাও কি ফুটে নেই! অজস্র কাঁটার মধ্যে যে নিজেকে তিল তিল করে গড়ে তুলেছে, সেই লীলা তার অন্তর সঙ্গী, আঘাতজয়ী বীর পুরুষ, অথচ শিশুর

মতো দুর্বল স্মরজিৎকে কেমন করে বিস্মরণের দিকে ঠেলে দেবে! এ ব্যাপারে মায়ের নির্দেশ খুবই স্পষ্ট ছিল। লীলার তবু সংশয় ঘোচেনি। সংশয় তার নিজের মধ্যেই। স্মরজিৎ যে ঠিক কী চায়, তা-যে সে নিজেও জানে না। কিসের সাধনা স্মরজিতের, কাজের? লীলা তার লক্ষ্য, না শুধুই উপায় এবং সহায়?

এক দিকে নির্ভাবনা স্বাচ্ছন্দ্য আর স্বস্তির আশ্বাস। অন্যদিকে যৌথ প্রয়াসে জীবনকে জয় করার কঠিন পরীক্ষা।

এ-কালের দ্বিধাগ্রস্ত স্বয়ংবরা কন্যার হাতের বরমাল্য কার গলায় দুলবে। সেটুকু অপ্রকাশ্য। ঘটনার পর ঘটনার ভিতর দিয়ে অনিশ্চয়তার সমাপ্তি কী করে ঘটল, তা জানতে এই ছায়াচিত্রের সমাপ্তি অবধি আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।

কালিকা ফিল্মস প্রাইভেট লিঃ
৩১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ১৩ হইতে
প্রকাশিত ও অনুশীলন প্রেস ৫২, ইণ্ডিয়ান
মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ১৩ হইতে মুদ্রিত।

সঙ্গীত

কী মায়া মরি মরি
নয়নে জেগেছে
কেমনে ঘরে থাকি
ও বাঁশী গেল ডাকি
মনে রঙ লেগেছে॥
তারি মাধুরীতে
অনুরাগে, লাজে,
এ ধরণী যেন
অভিসারে সাজে
ফুল বনে
শিহরণে
স্বপন ভেঙেছে॥
বাঁশী বলে, হবো
হৃদয় ভোলানো,
হাসি হয়ে রবো
অধরে দোলানো,
আমি তারি
সে আমারি
ভ্রমরা জেনেছে॥

শিল্পী: **শ্রীমতী লক্ষ্মীশঙ্কর**

পৃথিবীতে যারা কোনোদিনও
অনেক চাওয়ার ভুল করেনা
আকাশ-ছোঁয়ানো ইতিহাসের
অতো পাতায় তবু তাদের
ছোটো আশার ঠাঁই ধরেনা॥
তারা যে মাটিরই মতো অবুঝ
এই ধূসর, এই সবুজ
দু'ফোটা চোখের জলে তাদের
সাগর দেখার সাধ মরেনা॥
তারা জানে সুরু—শেষ কোথায়
একথা ভাবার নেইকো দায়,
দিনের হিসাব রেখে তাদের
উদাস রাতের বুক ভরেনা॥

শিল্পী: **হেমন্ত মুখোপাধ্যায়**

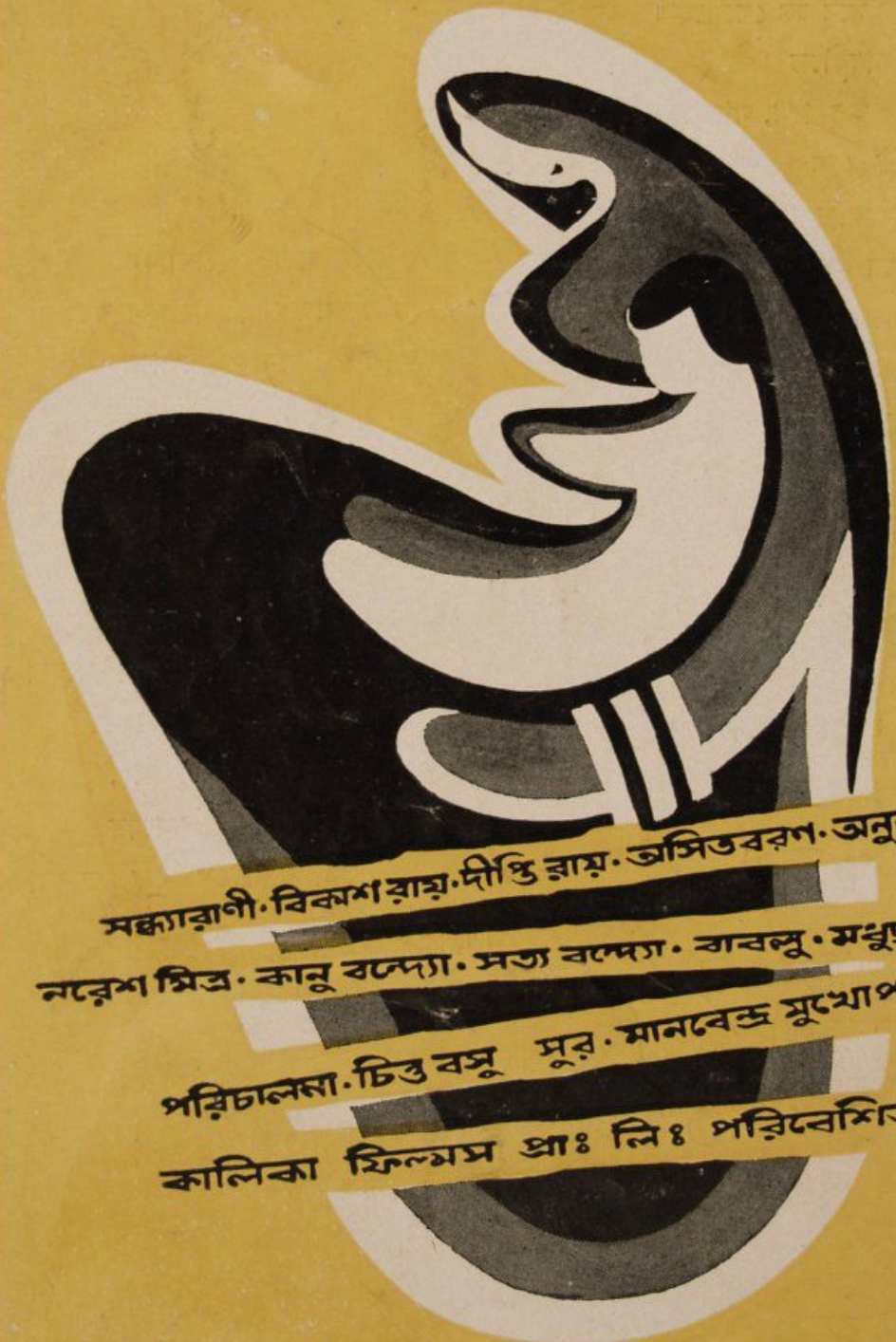

মা
অনুরূপা দেবী রচিত এমকেজি প্রোডাকসন্সের
সন্ধ্যারাণী · বিকাশ রায় · দীপ্তি রায় · অসিতবরণ · অনুভা · ছবি বিশ্বাস
নরেশ মিত্র · কানু বন্দ্যো · সত্য বন্দ্যো · বাবলু · মধুছন্দা
পরিচালনা · চিত্ত বসু
সুর · মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
কালিকা ফিল্মস প্রাঃ লিঃ পরিবেশিত